খবরে প্রতিবাদ

www.khaberepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 88 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 24 April, 2026 ● ১০ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩টাকা ● Page 4

বিরোধী রা মহিলাদের উন্নয়ন বিরোধী, বৈঠকে কড়া সমালোচনায় মুখর মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। বিজেপি নিজের শক্তি তেই সামনের দিকে এগোবে। বিচলিত হবার কোন কারন নেই। একাধিক ইস্যু নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কথাটি বললেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক এর আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। ছিলেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা সহ বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার ও বিধায়িকা মীনা রানী সরকার সহ দলের মিডিয়া ইন চার্জ সুনীত সরকার। প্রথমেই কেন্দ্র সরকার প্রদত্ত ডিলিমিটেশান প্রস্তাব এর প্রয়োজনীয়তা এবং তার সুফল নিয়ে আলোচনা করেন উনি। ততসঙ্গে কংগ্রেস সহ ইন্ডি জোট শিবিরের এই প্রস্তাব কে প্রত্যাখ্যান করা ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কে ঘিরে নিন্দা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। উনি বলেন

ডিলিমিটেশান প্রয়োজনীয় কারন দেশের এমন বহু রাজ্য রয়েছে যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন। তার মধ্যে একটি জম্মু ও কাশ্মীর। তাছাড়া এর মাধ্যমে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মোট আসনে ৩৩ু মহিলা সংরক্ষিত আসন থাকবে। রোটেশান করে প্রতিটি আসনে মহিলা দের জনপ্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু ইন্ডি জোট মহিলা তে উন্নয়ন বিরোধী বলেই তারা এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে বললেন ডঃ মানিক সাহা। এর পরেই রাজ্যে চলমান নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উনি আবারো জানান এসব চলতে দেওয়া যাবে না। তবে সরকারে থেকেও তিপ্রা মথার সরকার বিরোধী আচরন কেন, এই প্রশ্ন করতেই মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জেন কিছুটা অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন এবং বললেন যে মথা এডিসি তে বিজেপির সাথে জোটে কখনোই ছিল না। এছাড়া বিজেপি দলীয় এক বিধায়ক এর পুলিশ বাবু কে হুঁশিয়ারি দেওয়া, হুমকি দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন রাজনীতি তে অনেক কিচ্ছুই হয়, অনেক কিছুই চলে। এগুলো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই প্রতিক্রিয়ায় উঠে আসে। সর্বশেষ উনি সাংবাদিক দের ভাবনা চিন্তা করার উপদেশ দেন। সাংবাদিক দের ভাবা উচিৎ সরকার কি করছে আদৌ তা ভালোর জন্যে কিনা সবটাই বিবেচনা করা দরকার এবং সরকার কে সহযোগিতা ও করা দরকার এমনটাই বলেন তিনি। সার্বিক ভাবে এদিন উনার মুখমণ্ডলে খানিকটা অপ্রস্তুত ও অসন্তোষ ঝলকে উঠে।

জালিয়াতি করে স্কুটি বিক্রির চেষ্টা, গ্রেফতার দোকান মালিক

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। *জালিয়াতি করে এক স্কুটি বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পরে গেল সার্ভিসিং সেন্টারের মালিক। ঘটনা বিলোনিয়ায়। বিবরনে প্রকাশ, বিলোনিয়া হল চৌমুহনীস্থিত প্রিয় সার্ভিসিং সেন্টারের মধ্যেই নাকি একই নম্বরের দুটি স্কুটি দেখা যায়। প্রকৃত নম্বরের টিভিএস এন্টক মডেলের স্কুটির মালিক খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে নিজ স্কুটি টি নিয়ে হাজির হতেই দেখতে পায় যে তার স্কুটির রেজিস্ট্রেশান নম্বরের মতই হুবহু নম্বর লাগিয়ে একই মডেলের অপর একটি স্কুটি বিক্রি করার চেষ্টা করছিল দোকান মালিক। এই ঘটনা জানাজানি হতেই চারিদিকে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। প্রদীপ নামক এক ব্যংক কর্মীর কাছেই নাকি দোকান মালিক এই স্কুটি টি বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। পরে স্কুটির আসল নম্বরের মালিক জেকভ দেববর্মা ঘটনা স্থলে এসে তদন্ত করতেই জানা যায়, আসল নম্বর জুক্ত স্কুটি টি তার কাছেই আছে। কিন্তু একই নম্বর লাগিয়ে যে স্কুটি টি দোকান মালিক বিক্রি করতে চাইছেন সেটি কোত্থেকে এসছে তা কারো জানা নেই। এই খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। স্কুটি সহ দোকান মালিক কে নিয়ে জাওয়া হয় থানায়। স্কুটি টি কোথা থেকে এলো, এর সাথে কোনো চুরি কারবার সম্মিলিত কিনা তদন্ত কড়া হবে বলে জানান পুলিশ।*

বাঁধ নির্মাণ নিয়ে গাইড লাইন অমান্য কৈলাশহরে, বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। সরকারি গাইড লাইন অমান্য করায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কাজ বন্ধ করে দিলো গ্রাম বাসী। ঘটনা কৈলাসহরের গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গ্রামবাসীরা জানান যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিগত এক বছর ধরে গোটা কৈলাসহর মহকুমার অন্যান্য অঞ্চলের সাথে গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ড এলাকাতেও লক্ষী ছড়ার বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিলো। দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী, পুরনো বাঁধ যে উচ্চতায় ছিলো সেই উচ্চতা বাড়ানো হবে এবং বাঁধের প্রশস্তও বাড়ানো হবে বলে কথা ছিল। কিন্তু, কাজের শুরুতে বাঁধের উচ্চতা এবং প্রশস্ত কিছুটা বাড়ানো হলেও বর্তমানে বাঁধের উচ্চতা এবং প্রশস্ত পুরনো বাঁধের মতোই রেখে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা। তাছাড়া বাঁধের উপরে এবং বাঁধের দুপাশে যতটুকু মাটি ফেলার কথা ছিলো ততোটুকু মাটি দেওয়া হচ্ছে না। বাঁধের উপরের অংশের মধ্যবর্তী জায়গাকে নীচু করে রেখে দেওয়ায় বৃষ্টির জল বাঁধের উপরে আটকে থাকার ফলে বাঁধের দুপাশে বড় বড় ফাটল দিচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে বাঁধ যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় বাঁধের উপর দিয়ে একটি গাড়ি যাতায়াত করার সময় উল্টো দিক থেকে আরেকটি গাড়ি আসতে পারেনা। অথচ, পুরনো বাঁধের উপর দিয়ে দুটো গাড়ি আসা যাওয়া করতে পারতো। গ্রামবাসীরা আরও গুরুতর অভিযোগ করেন যে, পুরনো বাঁধের উপরে ইট সলিং রাস্তা ছিলো। বাঁধের সংস্কারের কাজ শুরুর পূর্বে বাঁধের উপরের ইট গুলো তোলে নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে বাঁধের উপর ইট বসানো হচ্ছে না। গ্রামবাসীরা এও জানান যে, পুরনো বাঁধের উপর ইট সলিং রাস্তাটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পক্ষ থেকে করানো হয়নি। সেই ইট সলিং রাস্তাটি গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে করানো হয়েছিলো। কিন্তু বাঁধের সংস্কারের কাজ শুরুর পূর্বে দপ্তরের পক্ষ থেকে ইট গুলো তোলে অন্যত্র বিক্রি করা হয়েছে বলে ও অভিযোগ। উল্লেখ্য, ২০১৮সালের ভয়াবহ বন্যার সময় গোটা কৈলাসহর মহকুমা প্রায় দশদিন জলমগ্ন থাকাকালীন গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের এই বাঁধের ইট সলিং রাস্তা দিয়েই গাড়ি যাতায়াত করেছিলো। এমনকি, সেইসময় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই বাঁধের উপর দিয়ে এসে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। গ্রামবাসীরা বাঁধের উচ্চতা এবং প্রশস্ত বাড়ানোর জন্য এবং বাঁধের উপর ইট সলিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে কয়েকবার আলোচনা করলেও ঠিকাদার কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ তাদের। এই নিম্নমানের কাজের ব্যাপারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আধিকারিককে গ্রামবাসীরা কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে জানানো হলেও দপ্তর উদাসীন। তাই, গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তেইশ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বাঁধের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে প্রান হারালেন ১২৪ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ান মিথিলেশ

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। শোকস্তব্ধ আগরতলা খেজুর বাগান সংলগ্ন গোয়ালা বস্তি এলাকা। নিজ ঘরেই বৈদ্যুতিক পাখা ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুতের শকে প্রান হারালেন এক সি আর পি এফ জওয়ান। আহত অবস্থায় তাকে পরিবারের লোক জন উদ্ধার করে নিকটবর্তী আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। কান্নায় ভেঙ্গে পরে গোটা পরিবার। জানা যায় মৃত জওয়ান এর নাম মিথিলেশ রায়। উনি সপরিবারে গোয়ালা বস্তি এলাকায় বসবাস করতেন। এমনিতে মিথিলেশ ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন বলে খবর। দুর্ঘটনার খবরে ছুটে জান তার সহকর্মীরা। অতঃপর শেষে আইএলএস থেকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে জিবি তে নিয়ে জাওয়া হয়। গোটা ঘটনায় শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন সহ তার সহকর্মীরা।

৫ বছর ধরে এক বাংলাদেশীর বসবাস, ঘুণাক্ষরেও টের পেলনা রাজ্যের পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। *২০২১ সাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করছে এক অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ কারী। অথচ তার হদিশ খুঁজে পায়নি রাজ্যের প্রশাসন এবং আইবি। রাষ্ট্রপতি কালারস প্রাপ্ত পুলিশ, ইন্টেলিজেন্স বিউরো, গোয়েন্দা সংস্থা মোটামুটি ভাবে সবই আছে এ রাজ্যে। কিন্তু তার পরেও অবাধে অবৈধ অনুপ্রবেশ চলছে। কিন্তু প্রশাসন কিচ্ছুই করতে পারছেন না। এই ঘটনা আবারো তাই প্রমান করছে। কার মদতে এতদিন ধরে নিরাপদে আস্তানা গেরেছিল ঐ ব্যক্তি, সেটাই বড় প্রশ্ন। অতঃপর বুধবার প্রণয় সরকার নামের ঐ বাংলাদেশী যুবক কে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ধরতে পারে এনসিসি থানার পুলিশ। তার বয়স ২৮ বছর বলে জানা গেছে। রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তদন্তের সাক্ষাপে এখনো কিছু বলতে নারাজ পুলিশ। এমন বহু বাংলাদেশী প্রতিনিয়তই ধরা পরছে রাজ্যের নানা প্রান্তে। পুলিশ তদন্ত ও করছে। কিন্তু আজ অব্দি কজন মানব পাচারকারী টাউট কে ধরতে পারলো পুলিশ ? কতজন মানব পাচারকারী এই মুহূর্তে বন্দী আছেন সংশোধনাগাড়ে ? কতজন আরো অবাধে সীমান্তে চালিয়ে যাচ্ছে পাচার বাণিজ্য, তথ্য দেবেন কি ? এই ঘটনা তেও কি আসল দোষী ধরা পরবে ? থাকছে প্রশ্ন।*

কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। হতদরিদ্র পরিবারের কলেজ পড়ুয়া কন্যার পাশে দাঁড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেলাঘর পৌর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ড সুভাষ নগর এলাকার এক হতদরিদ্র পরিবারের কলেজ পড়ুয়া কন্যা সুমিত্রা দত্তের পাশে দাঁড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি। তিনি এদিন বিশ্রামগঞ্জ থানায় কাজ শেষ করে মেয়েটির বাড়িতে ছুটে যান। যদিও ঐ সময় মেয়েটি বাড়িতে ছিল না। সে কলেজে গিয়েছিল। তাই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তিনি সুমিত্রা দত্তের বিছানায় শয্যাশায়ী পিতা স্বপন দত্ত এবং তার মা কাজল দত্তের সঙ্গে কথা বলেন। মেয়েটির মা ওসিকে জানান দুই মাস পূর্বে উনার স্বামী স্ট্রোক করে শরীরের একটি অংশ অকেজো হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী। তার স্বামী রাজমিস্ত্রি কাজ করতেন। স্বামী বিছানায় শয্যাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তাদেরকে মাঝেমধ্যে অনাহারে ও থাকতে হয়। মেয়ে উদয়পুর কলেজে শিক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। মেয়ের কলেজে যাবার জন্য গাড়ি ভাড়াও

তাদের কাছে অনেক সময় থাকে না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া ধার করে মেয়েকে এনে দিতে হয়। প্রচন্ড আর্থিক সংকটে রয়েছেন তারা। অর্থের অভাবে স্বামীর চিকিৎসা পর্যন্ত করতে পারছেন না। মেয়ের পড়াশোনাও বন্ধের মুখে। এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার পরে মানবিকতার টানে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা তাদের বাড়িতে ছুটে যান। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন এই সংবাদটি দেখতে পেয়ে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। মানবিকতার টানে আমি তার বাড়িতে ছুটে এসেছি। আমি পরিবারটিকে ডিম তেল নুন বিস্কিট আলু সয়াবিন মুড়ি সাবান পেঁয়াজ সহ এক মাসের খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং মেয়েটির কলেজে যাবার জন্য এক বছরের গাড়ি ভাড়াও তার মায়ের হাতে তুলে দিয়েছি। মেয়েটির ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ও আমি তাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করব বলে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। অজিত দেববর্মার এই মানবিক কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা মেলাঘর বাসী।'

ধর্মনগর জুড়ে বাড়ছে চুরি, জন সমক্ষেই এবার উধাও বাইক

খবরেপ্রতিবাদ, ২৩এপ্রিল ।। *ধর্মনগর সহর জুড়ে বাড়ছে চোরের উপদ্রব। শহরের প্রাণকেন্দ্র অফিসটিলা এলাকা থেকে এবার একটি মোটর সাইকেল চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। গত ২১ এপ্রিল রাতে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটে। আনুমানিক রাত নয়টা নাগাদ ধর্মনগরের অফিসটিলা সংলগ্ন উজ্জীবন ব্যাংকের সামনে নিজের এফ জেড (ষ্ঠ) বাইকটি পার্ক করেছিলেন বকুল রুদ্র পাল। কাজ শেষে ফিরে এসে দেখেন যথাস্থানে নেই তার শখের বাইকটি। বাইকের নম্বর টট্র-০৮-৫৮০৯। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাইকটির হদিস না পেয়ে শেষমেশ আইনের দ্বারস্থ হন মালিক। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। শহরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চোর শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে ব্যস্ততম এই এলাকা থেকে এভাবে বাইক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।*

বনভূমি উজাড় করছে লগ মাফিয়া 'কালা', ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় বন দপ্তর

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। 'কালা' মানেই বনভূমি ধ্বংসের এক অন্যতম কারিগর, চোরা কারবারি। জিরানিয়া শান্তিকালী এলাকায় অবৈধ ভাবে বনভূমি ধ্বংস, প্রাচীন, অর্থকরী গাছ অবৈধ ভাবে কেটে চোরা কারবার করার কারণে ঐ এলাকায় 'কালা' নামের এক ব্যক্তি

'লগ মাফিয়া' হিসাবেই খ্যাত। সে শান্তি কালী এলাকায় বনভূমির শাল, সেগুন, গামাই সহ বিভিন্ন মূল্যবান অর্থকরী কাছ কেটে লগ আকারে চোরা কারবার করে থাকে বলে অভিযোগ, তার কারণে উক্ত এলাকায় ধ্বংসের মুখে বনাঞ্চল। তার কবলে রয়েছে একাধিক অবৈধ গাছ কাটার মেশিন ও একাধিক 'শ-মিল'। কিন্তু সব কিছু জানা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় বনদপ্তর। তার বিরোদ্ধে কেউ আওয়াজ ওঠালেই তাকে বিভিন্ন ভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়, পুলিশ, বন দপ্তর কেউই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছেন না লগ মাফিয়া 'কালা' এর বিরোদ্ধে। এখন খবর প্রচারের পর প্রশাসন কালার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই দেখার।

১৩ দিনের মাথায় ভেঙ্গে পরেছে সিলিং, উন্নয়ন নিয়ে অট্টহাসি এলাকায়

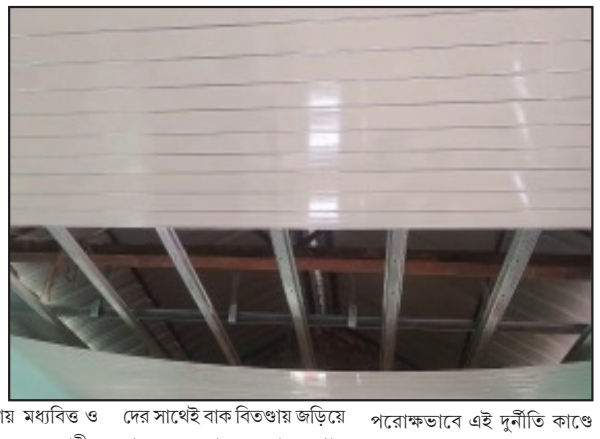

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। উন্নয়নের নামে ভেলকি। সরকারি অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের সিলিং ভেঙ্গে পরায় এলাকা জুড়ে তীব্র সমালোচনা। ঘটনা ক্যামেরা বন্দী করতেই ক্ষেপে লাল পঞ্চায়েত সদস্য যুগল। ঘটনা রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমাধীন উত্তর বিলোনিয়ায়। রাজ্যে চারিদিকে এতো পরিমানে উন্নয়ন হচ্ছে, যে উন্নয়ন নিজেও তার ঠেলা সামলে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে এমনই গুঞ্জন। দিকে দিকে দুর্নীতির অভিযোগ। ঠিকেদার এর থেকে কমিশন আদায় করে কাজের গুনগত মানের সাথে আপোষ করা হচ্ছে। একাংশ যখন নিজেরা ফুলে ফেপে উঠছে তখন নিত্যদিন ধাক্কা খায় মধ্যবিত্ত ও গরীব। ভেঙ্গে পরে অঙ্গনওয়ারীর নব নির্মিত সিলিং। আর এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের চোখ রাঙ্গানির মুখে সাংবাদিক। তবে কি এই ঘাপলায় সংযোগ আছে তাদের ও, প্রশ্ন স্থানীয়দের মাঝে। ঘটনা আড়াল করতে সাংবাদিক দের সাথেই বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে সুকান্ত নগর গাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য শ্রীকান্ত সেন ও আশিষ পাটারি। একপ্রকার দেখে নেওয়ার হুমকিও দেয় তারা। এলাকাতে গুঞ্জন রয়েছে শাসক দলের উপর থেকে নিচু তলার নেতৃত্বরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত। শুধু কি বিলোনিয়ায়? প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরে সরকারি বরাদ্দ অর্থে চলমান কাজের মধ্যে গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। অস্বচ্ছ এই উন্নয়ন নিয়েই আবার ফ্লেক্স পোস্টার টাঙ্গিয়ে প্রচার চালায় সরকার। ঘটনায় নিন্দার ঝড় এলাকা জুড়ে।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ১০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বাংলা

সূর্যমুখী ট্রেন্ড

ফটোজেনিক জেন জি বা মিলেনিয়াল , সব্বাই আজকাল নতুন কিছু পেলেই সেটাকে মুহুর্তে ট্রেন্ড বানিয়ে ছাড়ে। আর সেই ট্রেন্ড ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। দূর্বার গতিতে ভাইরাল হয়। এমনই এক ভাইরাল টপিক ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম অন্তর্গত একটি ফুলের বাগান। সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ফুটে উঠা সূর্যমুখী ফুলে ছাওয়া এই বাগান বর্তমানে আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। সাম্প্রতিক বহু মানুষ বাগানটিতে ভ্রমণ করতে গেছেন। ছবি তুলছেন, ভিডিও করছেন। কেউ আবার নৃত্য ও করছেন বাগানের ভেতরে। একটা অংশ এই ট্রেন্ডে মাতামাতি করতে ব্যস্ত হলেও একটা অংশ বিষয়টা নিয়ে তীব্র ভাবো সমালোচনা ও করছেন। তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে সেই কৃষকের কথা যিনি কষ্ট করে, পরিশ্রম করে এই বাগান সাজিয়েছেন। একটা সামান্য ট্রেন্ডের পাল্লায় পরে কি কারো ক্ষতি করাটা উচিৎ ? কারো ব্যক্তিগত জমিতে ঢুকে সেখানে যা খুশি করাটা সভ্যতা ? সবটাই তো বোঝা গেল। কিন্তু যার বাগান তিনি কৈ ? তার প্রতিবাদ কৈ ? নাকি উনিও এই ভাইরাল ট্রেন্ড এই গা ভাসালেন ? হয়তো পর্যটক না তবে পর্যবেক্ষক হিসেবে! সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার অবশ্যই মানুষের জন্ম সিদ্ধ। তবে তা যেন কারো ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেটো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। সূর্যমুখী বাগানের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকুক।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

হাড় ক্ষয়ে গেলে

রাতারাতি হাড় ক্ষয়ে যায় না। আর এক বার ক্ষয়ে গেলে, তাকে আর সহজে আগের অবস্থায় ফেরানো যায় না। বাকি জীবনের সঙ্গী হয় কষ্ট এবং যন্ত্রণা। বয়স বাড়লে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমে, হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। সামান্য আঘাতেই হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে। সমস্যা হল, হাড়ের যে ক্ষয় হচ্ছে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ঋতুবন্ধের পর মহিলাদের পোস্ট মেনোপজাল

অস্টিয়োপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে এ কথাও ঠিক যে, হাড়ের ক্যালশিয়াম কমে গিয়ে অস্টিয়োপোরোসিস-এর মতো সমস্যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। বেঙ্গালুরু নিবাসী হাড়ের চিকিৎসক জেভি শ্রীনিবাস এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ। তাঁর মতে, পঞ্চাশোর্ধ পুরুষদের মধ্যে প্রতি ৫০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার মতো সমস্যায় ভুগছেন। হাড়ের ক্ষয় শুরু হলে তার প্রভাব পড়ে শরীরে। এই বিষয়গুলি পরবর্তীতে কতটা কষ্টদায়ক হতে পারে, তা বুঝতে পারেন না অনেকেই। বিশেষত পুরুষদের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হন না।কোন ৩ লক্ষণ হাড়ের ক্ষয়ের ইঙ্গিতবাহীবয়সের সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো হতে শুরু করা, উচ্চতা খুব ধীরে ধীরে কমতে থাকা আসলে হাড়ের ক্ষয়ের লক্ষণ। হাড়ের জোর কমার ইঙ্গিত। অনেক পুরুষই মনে করেন, এটি বার্ধক্যজনিত সার্বিক সমস্যা। আলাদা করে হাড়ের ক্ষয়ের সমস্যা নিয়ে তাঁরা সচেতন থাকেন না।অনেক কম বয়স থেকে এখন ঘাড়ে-কোমরে ব্যথা শুরু হয়। অনেকেই বসে থেকে কাজ করেন বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে শুধু কম বয়সেই নয়, অনেক সময় হাড়ের ক্ষয় শুরু হতে পারে আগেই। তা ছাড়া, বয়স হলেও কোমর-পিঠে ব্যথা স্বাভাবিক না ভেবে, কেন সেটি হচ্ছে, তা জানা দরকার। চিকিৎসকই তার সঠিক কারণ বলতে পারবেন।ছোট্ট আঘাতও অনেক সময় হাড় ভাঙার নেপথ্যে বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আঘাত কম বলে এড়িয়ে গেলে তা নিয়ে বেগ পেতে হতে পারে। পড়ে গিয়ে চোট পান অনেকেই। এমনি সেরে যাবে বলে বাম বা ব্যথানাশক মলম, সেঁক দিয়ে কমানোর চেষ্টা করেন। চিকিৎসকের কথায়, "অনেক সময় ছোটখাটো আঘাত থেকেই বড় সমস্যা হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা করালে ভবিষ্যতে বেগ পাওয়ার ঝুঁকি কমবে।"অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, কুঁজো হয়ে যাওয়ার মতো

হে ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন

চিন্ময় চৌধুরি

গুড ফ্রাইডে হলো যিশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ও মৃত্যুর স্মৃতিবাহী একটি পবিত্র দিন, যা ইস্টার রবিবারের আগের শুক্রবার পালন করা হয়। এটি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও যিশুর নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রতীক। যিশু মানুষকে ভালোবাসতেন ও শান্তির বার্তা দিতেন, কিন্তু ইহুদি নেতারা এর বিরোধিতা করে রোমানদের সহায়তায় তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেন।

আমাদের দেশেও যত ধর্মীয় উতব পালিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুড ফ্রাইডে। তবে নামের সঙ্গে গুড জড়িয়ে থাকলেও এই দিনটি মোটেও কোনও আনন্দের দিন নয়।নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে এই দিনে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল যিশু খৃস্টকে। যিশুরই অন্যতম শিষ্য জুডাস বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে রোমান সেনার হাতে ধরিয়ে দেন। এদিন কোনও উতব পালন করা হয়, এটি দুঃখের দিন হিসেবেই প্রচলিত। যে প্রচণ্ড যন্ত্রণাময় মৃত্যু তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন, সেই আত্মবলিদানকেই সম্মান জানানো হয় এই দিনে। গুড ফ্রাইডে-র একদিন পরে পালিত হয় ইস্টার। এদিন যিশু পুনরুজ্জীবিত হন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। তাই নানা ভাবে ইস্টারে আনন্দ উদযাপন করা হয়।এখন প্রশ্ন হল এমন একটি কষ্টের দিনকে কেন গুড ফ্রাইডে বলা হয়ে থাকে? যেদিন যিশু খৃষ্টকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হল, সেদিনের মধ্যে ''শুভ'' কোথায়? জার্মানি-সহ অনেক দেশেই এই দিনটিকে ডার্ক ফ্রাইডে বলা হয়ে থাকে। আবার অনেকে বলে থাকেন যে ওদ্রত্ম''ন্দ ছ্বত্মথা থেকেই ওদ্রদ্রত্ম ছ্বত্মথা কথাটি এসেছে। আবার অনেকের মতে পবিত্র কথাটি এখানে গুড হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যিশু নিজে যন্ত্রণা সহ্য করে, সবাইকে মানসিক ভাবে শুদ্ধ করেছেন। সেই কারণেই এই দিনটি গুড ফ্রাইডে নামে পরিচিত।শাস্ত্রীয় বিবরণী থেকে জানা যায় যে এপ্রিল মাসের এই শুক্রবারেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন যিশু। তবে সাল নিয়ে দ্বিমত আছে। কেউ বলেন ৩৩ খৃষ্টাব্দ, আবার কেউ বলেন ৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পর ছয় ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন যিশু। খ্রিস্টধর্মের জন্মলগ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই দিনটি ক্রিস্টানদের কাছে শোকের দিন, শুদ্ধির দিন। এর সঙ্গে

তাঁদের বিশ্বাস-আস্থা এবং যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর পর্ব জড়িয়ে। পটনায় এক মিছিলে সেই পর্বেরই স্মৃতিচারণ করলেন ভক্তেরা।ক্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন, রোমানরা যিশুখ্রিস্টকে গ্রেফতার করে কাঠের ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। ''গুড ফ্রাইডে'' সেই শোকের স্মৃতিচারণ।বাইবেল অনুযায়ী, যিশুকে এক শুক্রবার ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। সেখান থেকেই ''গুড ফ্রাইডে'' উদযাপনের রীতি চলে আসছে। অনেকে একে ''হোলি ফ্রাইডে'', ''ব্ল্যাক ফ্রাইডে'' বা ''গ্রেট ফ্রাইডে'' বলেও জানেন।ক্রিস্টানদের কাছে এই উদযাপনের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ''গুড ফ্রাইডে'' মানে তাঁদের কাছে ''ইস্টার উইকএন্ড''-র শুরু। একটি গোটা সপ্তাহ পবিত্র জ্ঞানে উদযাপন করেন বহু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ। ভারতেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ।এর মধ্যে ''গুড ফ্রাইডে''-র ভার অন্য রকম। দিনটি খ্রিস্টানদের কাছে যিশুর আত্মত্যাগ এবং ক্রুশের অসহ্য যন্ত্রণা মনে করার দিন। সে দিক থেকে দেখলে এটি তাঁদের কাছে শোকের উদযাপন, চিত্তশুদ্ধির দিন।বিশ্বের নানা দেশেই এই দিনে সরকারি ছুটি থাকে। উপবাস, চার্চের বিশেষ উপাসনা-সহ, মিছিল এই দিনে একাধিক রীতিনীতিতে অংশগ্রহণের রেওয়াজ রয়েছে। এই দেশেও নানা শহরে সেই রীতির প্রচলন স্পষ্ট।কেউ কেউ আবার এই দিনটিতে আমিষ জাতীয় খাবার বা দুধের সামগ্রী থেকে দূরে থাকেন। কোনও কোনও দেশে আবার গরম ''ক্রস বান'' খাওয়া বাধ্যতামূলক। যে ক্রুশে যিশুক্রিস্টকে বিদ্ধ করা হয়েছিল, সেটি স্মরণ করতেই এই রীতি।সার্বিক ভাবে দেখলে, এটি যিশুক্রিস্টের আত্মত্যাগ ও ভালবাসা স্মরণ করার দিন। গোটা বিশ্বের ক্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি শোকের উদযাপন।ভারতে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম--নানা দিকেই এই ধর্মাবলম্বীরা দিনটি গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন। আজও সকাল থেকে মিছিল বেরিয়েছে একাধিক শহরে।গুড ফ্রাইডে বলতে সেই দিনের কথা উল্লেখ করা হয়, যেদিন যীশুর অন্যতম শিষ্য জুডাস ইসকারিয়ত যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। চারিদিকে যখন পাপ ও অত্যাচারে ভরে উঠেছিল, তখন যীশু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি মানবতা ও শান্তির বার্তা দিতে শুরু করেন। তখন ইহুদি ধর্মীয় নেতারা যীশুর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তারা তৎকালীন রোমান গভর্নর পীলাত-কে বলেছিলেন যীশুকে সাজা দিতে। পীলাত ইহুদি সমাজপতিদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী যীশুর বিচার ও শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রভু যীশুর শিষ্য জুডাস ইসকারিয়তের সহায়তায় মন্দিরের রক্ষীদল গেৎশিমানি উদ্যানে যীশুকে গ্রেপ্তার করে। যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পুরস্কার স্বরূপ জুডাস-কে ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হয়েছিল। জুডাস রক্ষীদলকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি যাঁকে চুম্বন করবেন তিনিই হবেন যীশু। সেইমতোই জুডাস গিয়ে যীশুখ্রিষ্টকে হালকা চুম্বন করে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। কথিত আছে যে, যখন যীশুকে নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন, কারণ ওরা জানে না যে ওরা কী করছে।' যীশু ছয় ঘণ্টা ক্রুশে যন্ত্রণাভোগ করার পর হঠাৎই সমগ্র অঞ্চলটি অন্ধকারে ঢেকে যায়। যীশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভূমিকম্প হয়, সমাধিপ্রস্তরগুলি ভেঙে যায় এবং প্রধান মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে যায়। যিনি ক্রুশবিদ্ধকরণের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'ইনি সত্যই ঈশ্বরপুত্র ছিলেন।'বিশ্বাস করা হয় যে, প্রভু যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দিনটি শুক্রবার ছিল। প্রভু নিঃস্বার্থভাবে মানবতার জন্য তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাই একে গুড ফ্রাইডে বলা হয়। তবে খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ অনুসারে তাঁর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে প্রভু যীশু জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেদিনটি ছিল রবিবার। এই দিনটিকে ইস্টার সানডে বলা হয়। গুড ফ্রাইডে-এর তাৎপর্য ক) ভক্তরা এই দিনটিকে যীশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ ও মৃত্যুর দিন হিসেবে পালন করেন। খ) খ্রীস্টানরা এই দিনে উপবাস করে এবং সক্রিয়ভাবে সামাজিক সেবায় অংশ নেয়। এইদিন তারা তাদের পবিত্র জায়গা চার্চ বা গীর্জা-তে যায়। গ) পুরোহিতরা এই দিনটিতে কালো পরিধান করে এবং প্রয়োজনীয় রীতিগুলি পালন করে। ঘ) প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই দিন ভক্তরা মাংস খাওয়া এড়িয়ে চলেন। ঙ) অনেকে প্রভু যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর স্মরণে মোমবাতি জ্বালান না। চ) এই দিনে বিশ্বব্যাপী খ্রীস্টান গীর্জাগুলিতে সামাজিক কাজের জন্য অনুদান দেওয়া হয়। ছ) গুড ফ্রাইডের দিন খ্রীষ্টধর্মের অনুগামীরা প্রভু যীশুর ত্যাগ ও বলিদানের কথা স্মরণ করতে গীর্জায় যান। তারা যীশুখ্রীষ্টের প্রতীক ক্রসকে চুম্বন করে এবং ধন্যবাদ জানায়।

খারাপের দমন হয়ে ভাল কিছু হওয়াই গুড ফ্রাইডে-র আসল অর্থ।ক্রস হল গুড ফ্রাইডে-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক যা যীশু কিভাবে মারা গিয়েছিলেন তা উপস্থাপন করে। এগুলি ছাড়াও গুড ফ্রাইডের অন্যান্য প্রতীকগুলির মধ্যে শোক প্রকাশ করার জন্য অনেকে ক্রস, ছবি এবং মূর্তিগুলিকে কালো কাপড় ঢেকে দেন। দিন, যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বদ্ধ করা হয়েছিল এবং ক্রুশের সঙ্গে শক্ত করে আটকে রাখা হয়েছিল। সুতরাং, খ্রিস্টানরা আজকের দিনে তাদের দুঃখ এবং বেদনার প্রতীক হিসাবে কালো রঙের পোশাক পরেন। তারা সকলেই বিশেষ প্রার্থনা করেন। অনেকে এদিন উপবাস পালন করেন। গির্জায় সকলে একত্রিত হয়ে ঠিক দুপুর ৩টের সময়ে প্রার্থনা করেন, কারণ শোনা যায় প্রভু যীশু এই সময়ে মারা গিয়েছিলেন। জেরুজালেমে খ্রিস্টানরা যীশুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে যেখানে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেই পথে হাঁটেন। তাদের মধ্যে অংশ অনেকেই যথাযথভাবে ওজন সহ্য করতে চেষ্টা করেন প্রভু যীশুর মতো পিঠে ক্রস বহন করতে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি শোক ও প্রতিফলনের দিন। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্মরণে একটি দিন খুব "ভালো" নাও লাগতে পারে, তাহলে কেন এটিকে গুড ফ্রাইডে বলা হয়? নামের উৎপত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। অনেক ভাষাবিদ সম্মত হন যে এই নামটি "ভালো" শব্দের একটি পুরনো ব্যবহার থেকে এসেছে যার অর্থ "পবিত্র" নয় বরং "ভালো" এর আধুনিক অর্থ "কিছু ইতিবাচক" হিসাবে।

পবনপুত্র হনুমানের জন্মোৎসব

হনুমান জয়ন্তী চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়, যা শিবের ১১তম রুদ্রাবতার এবং রামভক্ত হনুমানের জন্মোৎসব হিসেবে পরিচিত। পবনদেবের আশীর্বাদে অঞ্জনা ও কেশরীর পুত্র হিসেবে হনুমানের জন্ম হয়েছিল, যিনি অদম্য শক্তি ও ভক্তির প্রতীক। এই দিনে বজরংবলীর পূজা করলে সুখ-সমৃদ্ধি ও সংকটমুক্তি ঘটে। রামনবমীর পর চলে এল তাঁর প্রিয় ভক্ত বজরংবলীকে উদ্যাপনের তিথি। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হন হনুমান জয়ন্তী। বজররংবলী ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক। ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানজির প্রবল ভক্তির নানা গল্প রামায়ণে পাওয়া যায়। বজরংবলীর আর এক নাম সঙ্কটমোচন। ভক্তিভরে তাঁর উপাসনা করলে নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এরই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং সাহস বৃদ্ধি পায়। হনুমান জয়ন্তীতে বজরংবলীর পুজোয় সুফল প্রাপ্তি হয়। তিথি এবং পুজোর নিয়মকানুন জেনে নিন।এই দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নদীতে স্নান করতে পারলে খুব ভাল হয়। সেটি সম্ভব না হলে বাড়িতেই স্নান করে লাল, কমলা বা হলুদ রঙের শুদ্ধ বস্ত্র পরে নিন।

বাড়িতে হনুমানজীর মূর্তি থাকলে সেটিকে ঘি, মধু, দুধ, দই এবং গঙ্গাজল দিয়ে অভিষেক করুন। তার পর জল দিয়ে মূর্তিটি ধুয়ে দিন। যে কোনও দেবতার মূর্তি জল ব্যতীত অন্যান্য জিনিস দিয়ে অভিষেক করা হলে পরে সেটিকে আবার জল দিয়ে ধুয়ে রাখা আবশ্যিক।

এর পর হনুমানজীর সারা গায়ে কমলা রঙের সিঁদুর মাখিয়ে দিন। সিঁদুরে চামেলির তেল মিশিয়ে মাখাতে পারলে খুব ভাল হয়। লাল জবার মালা, লাল এবং কমলা রঙের ফুল ও তুলসীপাতা নিবেদন করুন। একটি পানপাতায় সিঁদুর দিয়ে 'জয় শ্রীরাম' লিখে নিবেদন করতে পারলেও খুব ভাল হয়।নৈবেদ্য হিসাবে গুড়, ছোলা, মুগের লাড্ডু বা কমলা রঙের লাড্ডু, কলা দিতেই হবে। এরই সঙ্গে পছন্দমতো ফল, মিষ্টি প্রভৃতি দিতে পারেন। নিজের হাতে হালুয়া তৈরি করেও দেওয়া যেতে পারে।

নৈবেদ্য দানের পর ধূপকাঠি এবং একটি মাটির প্রদীপে ঘি এবং লবঙ্গ দিয়ে জ্বালিয়ে হনুমানজীর আরতি করুন। আরতি শেষে তাঁর কাছে নিজের করা সমস্ত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মনস্কামনা জানান। সব শেষে তিন বার হনুমান চালিসা পাঠ করুন।

যাঁরা মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন বলে ভাবছেন, তাঁরা হনুমানজীর কাছে অর্পণের জন্য তুলসীপাতা, লাল ফুলের মালা, কলা এবং

কমলা রঙের মিষ্টি অবশ্যই নিয়ে যান। এরই সঙ্গে পছন্দমতো অন্যান্য নৈবেদ্য সামগ্রীও নিয়ে যেতে পারেন। মন্দিরে হনুমানজীর সামনে বসে তিন বার হনুমান চালিসা পাঠ করুন এবং চামেলির তেল বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে ভগবান হনুমানের জন্ম হয়েছিল অধুনা কর্নাটক রাজ্যে। অধুনা কর্নাটকের কোপল জেলায় হাম্পির কাছে একটি গ্রামে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ধর্মবিশ্বাস রয়েছে যে মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে জন্ম হয়েছিল ভগবান হনুমানের।ভগবান হনুমান ভগবান ইন্দ্রের বরপ্রদত্ত। বিশ্বাস করা হয়, হনুমান একমাত্র নিজের ইচ্ছেয় মৃত্যুবরণ করতে পারবেন বলে বর দিয়েছিলেন ইন্দ্র। ভগবান শ্রী রামও বর দিয়েছেন হনুমানকে। সেই বর অনুযায়ী যুগের শেষ হলে তবেই মুক্তি মিলবে হনুমানের। আবার সীতাদেবীর বর অনুযায়ী হনুমান চিরঞ্জীবী। বিশ্বাস করা হয়, মা সীতার বরদানের কারণেই দ্বাপর যুগে ভগবান হনুমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই যুগে ভীমের পরীক্ষা নিয়েছিলেন ভগবান হনুমান। কলিযুগেও ভগবান হনুমানের দর্শন পেয়েছিলেন কবি তুলসিদাস। ভগবৎ গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে কলিযুগে গন্ধমাদন পর্বতে বাস করবেন ভগবান হনুমান।ভক্তরা একাধিক নামে ডেকে থাকেন পবনপুত্র হনুমানকে। অঞ্জনিপুত্র, মারুতিনন্দন, বজরংবলী, কেশরি. নন্দন, সঙ্কটমোচন-এরকম নানা নামে ডাকা হয় হনুমানকে। হনুমানের ১০৮টি নাম রয়েছে। হনুমানের ১০৮ নাম জপ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

আমলা-কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন

৪০ মিনিট ঘরে ছিলেন পরিচারক, আলমারি থেকে টাকা নেন, পোশাক বদলান, তার পর পালান

নয়াদিল্লি ঃ ২২ এপ্রিল, সকাল ৮টা। দিল্লির ভিভিআইপি এলাকায় এক আমলা-কন্যার দেহ উদ্ধার হল বাড়ি থেকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে আমলার প্রাক্তন পরিচারকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে দিল্লিতে। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, কী ভাবে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া বাসভবনে ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারলেন ওই পরিচারক।পুলিশ জানিয়েছে, প্রতি দিনের মতো আমলা এবং তাঁর স্ত্রী প্রাতর্ভমণ এবং জিমে গিয়েছিলেন। ভোরবেলা তাঁরা বেরিয়ে যেতেই পরিচারক আমলার বাড়িতে ঢোকেন। তখন বাড়িতে তাঁর কন্যা একাই ছিলেন। বুধবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে কৈলাস হিল এলাকায় অভিযুক্ত ওই পরিচারককে দেখা যায়। ৬টা ৪৯ মিনিটে আমলার বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ৪০ মিনিট ঘরের ভিতরে ছিলেন। প্রথমে আমলা-কন্যাকে ধর্ষণ করেন। তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করার পর শ্বাসরোধ করে খুন করেন। আলমারি থেকে আড়াই লক্ষ টাকা লুট করেন। পোশাক বদলান। তার পর আমলার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান।তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, আমলার বাড়িতে আট মাস কাজ করেছিলেন অভিযুক্ত। মাস দেড়েক আগে তাঁকে কাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়। এক জুনিয়র অফিসারের সুপারিশে অভিযুক্তকে কাজে রেখেছিলেন আমলা। কিন্তু পরে জানা যায়, অভিযুক্তের জুয়ায় আসক্তি ছিল। ধারদেনা করে জুয়া খেলতেন। তার পরই তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আট মাস কাজের সুবাদে আমলার বাড়ির খুঁটিনাটি জানতেন অভিযুক্ত। ফলে খুব সহজ হয়েছিল আমলার বাড়িতে প্রবেশের পথ। শুধু তা-ই নয়, পরিচারক জানতেন কোন সময় আমলা এবং তাঁর স্ত্রী জিমে যান। সেই সময়টাকেই বেছে নিয়েছিলেন এই কর্মকাণ্ডের জন্য। আগের দিন রাতেই দিল্লি চলে আসেন অভিযুক্ত। ১৩ হাজার টাকায় তিনটি ফোন বিক্রি করে সেই টাকা থেকে ৬ হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করেন। তার পর রাজস্থান থেকে দিল্লি আসেন। অভিযোগ, গাড়ির টাকা না মিটিয়েই পালিয়ে যান। দক্ষিণ দিল্লির শ্রীনিবাস পুরীর কাছে নামেন। তার পর হেঁটে সেখান থেকে আমলার বাড়িতে যান। অভিযুক্ত জানতেন ওই সময় আমলার বাড়িতে তাঁর কন্যা একা থাকেন। মূল প্রবেশদ্বারে ওই সময় কোনও নিরাপত্তারক্ষীও থাকেন না। এই তথ্য আগে থেকেই জানতেন।তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আমলার পরিবারের সদস্যেরা বাইরে কোথাও গেলে পরিচারকদের জন্য একটি চারি রেখে যেতেন যাতে তাঁরা এসে কাজ করতে পারেন। সেই চাবি রাখা থাকত দরজার সামনে জুতোর র‍্যাকে। এটা ভাল ভাবে জানতেন অভিযুক্ত। সেখান থেকে চাবি নেন, তার পর ঘরে ঢোকেন। প্রথমে আমলা-কন্যার উপর হামলা চালান। তার পর তাঁর দেহ টেনে নিয়ে আসেন আলমারির কাছে। ওই আলমারির পাসকোড ছিল তিন জনের কাছে। আমলা, তাঁর স্ত্রী এবং আমলা-কন্যার কাছে। স্ক্যানারে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে আলমারি খুলত। আমলা-কন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের পর তাঁর দেহ টেনে নিয়ে এসে আঙুলের ছাপে আলমারি খোলেন। তার পর সেখান থেকে টাকা নেন। তার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি অটোতে চেপে পালম রেলস্টেশনে যান। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে পালানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ট্রেন না পাওয়ায় একটি হোটেলে ওঠেন। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

‘পাকিস্তানের অনুরোধে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াচ্ছে আমেরিকা, তবে হরমুজে অবরোধ উঠছে না’, বললেন ট্রাম্প

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌসেনার অবরোধ অব্যাহত রাখা হবে বলে মঙ্গলবার গভীর রাতে (ভারতীয় সময়) জানিয়েছেন তিনি।ট্রাম্পের ঘোষণা “পাকিস্তানের অনুরোধে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াচ্ছে আমেরিকা।”

মঙ্গলবার রাত থেকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় বসার কথা ছিল আমেরিকার এবং ইরানের। মঙ্গলবার সকালে আমেরিকার একটি সংবাদসংস্থাকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, বৈঠকে অংশ নিতে পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধিদল। কিন্তু দুপুরে আমেরিকারই অন্য একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং তাঁর দলবলের পাকিস্তান সফর পিছিয়ে গিয়েছে। এর পরেই রাতে সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, “যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইরান সরকারের অন্দরে গুরুতর মতবিরোধ চলছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আমাদের অনুরোধ করেছেন ইরানের উপর আক্রমণ স্থগিত রাখতে। যত ক্ষণ না ইরানের নেতা এবং প্রতিনিধিরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব দিতে পারেন, তত ক্ষণ পর্যন্ত আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখছি।” তবে এর পরেই ট্রাম্প জানান, হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে নৌ-অবরোধ চলবে। তিনি লিখেছেন, “আমি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, নৌ-অবরোধ যেমন ছিল তেমনই থাকবে, এবং যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে, যত দিন পর্যন্ত শান্তি আলোচনা সম্পূর্ণ না হচ্ছে।” প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার ওয়াশিংটনকে কড়া বার্তা দিয়েছে তেহরান। পাকিস্তানে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত রেজা আমিরি মোঘাদাম সমাজমাধ্যমে ব্রিটিশ সাহিত্যিক জেন অস্টিনের লেখা ‘প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস’-এর প্রথম কয়েকটি লাইনের সুরে তিনি লিখেছেন, ‘একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার কোনও দেশ কখনই হুমকির মুখে পড়ে আলোচনায় বসবে না, এটি একটি সর্বজন-স্বীকৃত সত্য’! সেই সঙ্গে তাঁর বার্তা, বৈদেশিক চাপের মুখে নতিস্বীকারের বিষয়টি ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খায় না।

প্রসঙ্গত, ইসলামাবাদে গত সপ্তাহে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে প্রথম দফার বৈঠক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। বেশ কয়েকটি বিষয়ে ইরান আমেরিকার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সেই বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে বলে দাবি আমেরিকার। যদিও ইরান তখন পাল্টা দাবি করে, আমেরিকার সদিচ্ছার অভাবেই বৈঠক শেষ মুহূর্তে অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। তার মধ্যেই দ্বিতীয় দফার বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। পাক সেনা সর্বাধিনায়ক মুনির ইতিমধ্যেই এ নিয়ে কথা বলেছেন ট্রাম্পের সঙ্গে। তবে শেষপর্যন্ত আদৌ সেই বৈঠক হবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

হরমুজে পণ্যবাহী জাহাজে হামলা করল ইরান!

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে নাকচ করে অবরোধ তোলার দাবি

নয়াদিল্লি ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করার পরেও হামলায় ইতি টানল না ইরান। এ বার তাদের নিশানায় একটি দু’টি পণ্যবাহী জাহাজ। বুধবার হকমুজ প্রণালীর ওমান উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইরানের ইসলামি রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জাহাজ দু’টিতে হামলা চালায় বলে ব্রিটেনের দাবি।

ব্রিটেনের ‘মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস’ (ইউকেএমটিও) জানিয়েছে, কোনও আগাম সতর্কবার্তা ছাড়াই ওমান থেকে প্রায় ১৫ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে পণ্যবাহী একটি জাহাজের কাছে আইআরজিসির গানবোট চলে এসে ভারী মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। এতে জাহাজটির নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা ‘ব্রিজ’ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্য দিকে, ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, তাদের সামরিক বাহিনী বারবার সতর্ক করার পরও জাহাজটি সাড়া দেয়নি। তাই ‘সমুদ্র আইন’ অনুযায়ী ওই জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই অন্য একটি পণ্যবাহী জাহাজে ইরান ফৌজের হামলার কথা জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এপি। ট্রাম্প মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করার সময় হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে নৌ-অবরোধ জারি রাখার কথাও ঘোষণা করেন। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, “আমি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, নৌ-অবরোধ যেমন ছিল তেমনই থাকবে, এবং যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে, যত দিন পর্যন্ত শান্তি আলোচনা সম্পূর্ণ না হচ্ছে।” রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির-সাঈদ ইরাভানি বুধবার জানান, ওয়াশিংটন অবরোধ তুলে নিলে তেহরানও হামলা বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে বসবে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার গভীর রাতে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের অনুরোধে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, “যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইরান সরকারের অন্দরে গুরুতর মতবিরোধ চলছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আমাদের অনুরোধ করেছেন ইরানের উপর আক্রমণ স্থগিত রাখতে। যত ক্ষণ না ইরানের নেতা এবং প্রতিনিধিরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব দিতে পারেন, তত ক্ষণ পর্যন্ত আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখছি।” ট্রাম্পের ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হরমুজে ‘আগ্রাসন’ চালাল ইরান।

‘সুসংবাদ’! ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার বৈঠকের দিনক্ষণ নিয়ে ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প, কী বলল তেহরান

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের সঙ্গে আমেরিকার দ্বিতীয় দফার বৈঠক নিয়ে ‘সুসংবাদ’ রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কবে সেই বৈঠক হতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। নিউ ইয়র্ক পোস্ট পাকিস্তানের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে বুধবার (আমেরিকার সময়ে) এমনটাই জানিয়েছে। তারা এ-ও দাবি করেছে, পরবর্তী ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হতে পারে বৈঠক। যদিও ইরান অস্বীকার করেছে। নিউ ইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে তারা ট্রাম্পকে প্রশ্ন করলে তিনি একটি মেসেজ পাঠান। তাতে লেখেন, “এটা সম্ভব! ডিজেটি (ডোনাল্ড জন ট্রাম্প)।” যদিও ট্রাম্প জানাননি, যে তা শুক্রবারই হবে। তবে ইরানের তাসনিম নিউজ এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে জানায়, ট্রাম্পের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা। তারা লিখেছে, ‘ট্রাম্প আবার মিথ্যা বলেছেন। শুক্রবার সমঝোতা বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত ইরান এখনও নেয়নি।’ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তবে ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌসেনার অবরোধ অব্যাহত রাখা হবে বলে মঙ্গলবার গভীর রাতে (ভারতীয় সময়) জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ঘোষণা “পাকিস্তানের অনুরোধে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াচ্ছে আমেরিকা।” মঙ্গলবার রাত থেকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় বসার কথা ছিল আমেরিকা এবং ইরানের। মঙ্গলবার সকালে আমেরিকার একটি সংবাদসংস্থাকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, বৈঠকে অংশ নিতে পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধিদল। কিন্তু দুপুরে আমেরিকারই অন্য একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং তাঁর দলবলের পাকিস্তান সফর পিছিয়ে গিয়েছে। এর পরেই রাতে সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, “যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইরান সরকারের অন্দরে গুরুতর মতবিরোধ চলছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আমাদের অনুরোধ করেছেন ইরানের উপর আক্রমণ স্থগিত রাখতে। যত ক্ষণ না ইরানের নেতা এবং প্রতিনিধিরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব দিতে পারেন, তত ক্ষণ পর্যন্ত আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখছি।”

‘সময়ের চাপ নেই’!

ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার আলোচনা নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প, হরমুজ প্রসঙ্গে কী বার্তা দিলেন

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা আদৌ শুরু হবে কি? তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যদিও হয় কবে হবে? প্রশ্ন উঠছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলোচনার ব্যাপারে আশাবাদী। পাশাপাশি এ-ও জানান, ইরানের সঙ্গে আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য ‘কোনও সময়ের চাপ নেই’!

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, ইরান-আমেরিকার দ্বিতীয় দফার শান্তিবৈঠক আগামী ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হতে পারে। তবে ট্রাম্প জানান, এই দাবি ‘সত্যি নয়’। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, “আলোচনার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কোনও তাড়াহুড়ো নেই।” তবে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধ নিয়ে ট্রাম্প মনে করেন, এই অবস্থান বোমা হামলার চেয়ে বেশি কার্যকর। তিনি এ-ও জানান, আমেরিকার মানুষের জন্য যেটা সবচেয়ে ভাল, তা বিবেচনা করেই চুক্তি হবে।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তবে ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌসেনার অবরোধ অব্যাহত রাখা হবে বলে মঙ্গলবার গভীর রাতে (ভারতীয় সময়) জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ঘোষণা “পাকিস্তানের অনুরোধে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াচ্ছে আমেরিকা।” কিন্তু মার্কিন সেনার হরমুজ ‘অবরোধ’ রাখায়, ইরানও সেখান থেকে সরতে নারাজ। তাদের দাবি, আমেরিকা হরমুজ থেকে সরলে তবেই তারা প্রণালী খুলবে।

ইরান-আমেরিকা দ্বন্দ্বের রেশ পড়েছে হরমুজে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরুর পর পরই ইরান হরমুজ ‘অবরোধ’ করে। তারা স্পষ্ট জানায়, কোনও জাহাজ ওই জলপথ পার করতে দেবে না। কেউ পার করার চেষ্টা করলে, হামলা চালানো হবে। তবে পরে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে হরমুজে ছাড় দেয় ইরান। তার পর থেকে কয়েকটি ভারতীয় জাহাজ হরমুজ পেরিয়ে ভারতে এসেছে। তবে ইসলামাবাদে ইরান-আমেরিকার শান্তিবৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে হরমুজে। ইরান-আমেরিকার মধ্যে টানাপড়েনের কারণে হরমুজ এখনও প্রায় ‘অচল’। কিছু কিছু দেশের পণ্যবাহী জাহাজ হরমুজ দিয়ে যাতায়াত করছে। তবে অবাধ যাতায়াত এখনও সম্ভব নয়।

বাড়ি জুড়ে ৬০,০০০ বিষধর সাপ! পিট ভাইপার, গোখরো পুষে বছরে দেড় কোটি টাকা আয় তরুণীর

নয়াদিল্লি ঃ সাপ পুষেই বছরে প্রায় দেড় লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) আয় করেন তরুণী। বাড়িতে রয়েছে ৬০ হাজারের বেশি শীতল রক্তের বিষধর সব পোষ্য! বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার দু’বছর পর লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন তিনি। সংবাদ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ৬০,০০০-এরও বেশি ভয়ঙ্কর প্রজাতির সরীসৃপকে প্রতিপালন করেন চিনের গুয়াংজি প্রদেশের গুইলিন শহরের বাসিন্দা কিন।

৫০,০০০-এরও বেশি অত্যন্ত বিষধর প্রজাতির পিট ভাইপার ‘ফাইভ স্টেপ স্নেক’ এবং প্রায় ১০,০০০ গোখরোর বাস রয়েছে তরুণীর খামারে। এই সমস্ত সাপের বিষ, চামড়া, মাংস বিক্রি করে বিপুল আয় করেন তরুণী। এটি তাঁর পৈতৃক ব্যবসা। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তরুণী জানিয়েছেন, প্রথম দিকে মেয়ের এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন তরুণীর বাবা। তাঁর মতে, এই ব্যবসায় পা রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাপের খামারটি বড় হতে থাকলে এবং তরুণীর একার পক্ষে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ায় বাবাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।কিন ব্যাখ্যা করেছেন যে, শুকনো সাপ, সাপের পিত্তথলি এবং সাপের তেল সবই চিনে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। সাপের বিষদাঁত থেকে নিষ্কাশিত বিষ চিকিৎসা ও গবেষণার কাজে লাগে। পিট ভাইপার প্রজাতির সাপ থেকে প্রতি দু’মাস অন্তর বিষ সংগ্রহ করা হয়। বিষের গুণমানভেদে এর দাম প্রতি গ্রাম ৪০ থেকে ২০০ ইউয়ান (৬ থেকে ৩০ ডলার) পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি সাপের মাংস ২০০ থেকে ৩০০ ইউয়ানে বিক্রি হয়, তবে বড় সাপের ক্ষেত্রে দাম ১,০০০ ইউয়ানের (১৫০ ডলার) বেশিও হতে পারে।সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পর, ব্যবসা থেকে বছরে দশ লক্ষ ইউয়ানেরও বেশি আয় করেন কিন। ‘দ্য গার্ল হু কালেক্টস স্নেক ভেনম’ ছদ্মনামে অনলাইনে সাপের বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানও শেয়ার করেন তিনি। সমাজমাধ্যমে তাঁর কয়েক হাজার অনুসরণকারীও রয়েছে। কিন জানিয়েছেন, ফাইভ স্টেপ স্নেক সাপের যত্ন নেওয়া খুবই কঠিন। কারণ এদের জোর করে খাওয়াতে হয়। সেই কাজ করতে গিয়ে ছোবল খাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়। কিন জানান, সাপ সংক্রান্ত ভিডিয়োগুলি পোস্ট করার পর প্রায়শই তাঁর কাছে প্রশ্ন আসে যে যাঁরা সাপ পোষেন, তাঁরা কি সাপের কামড় খাওয়ার ভয় পান না? কিন জানিয়েছেন, সাপ পোষেন এমন কেউ যদি দাবি করেন যে তিনি সাপের কামড়কে ভয় পায় না, তা হলে এর একটাই সম্ভাবনা আছে। সেটি হল তিনি কখনও সাপের কামড় খাননি। বিশেষ করে পিট ভাইপার জাতীয় সাপের ক্ষেত্রে, কামড়ের পর প্রধান লক্ষণ হল তীব্র ব্যথা। এক বার এই অভিজ্ঞতা হলে, যে কেউই সেই ব্যথা এক বছর, এমনকি সারা জীবনের জন্যও মনে রাখবেন।

আকাশ থেকে নেমে এলেন ১৩ জন! গৃহকর্তার ঘুম ভাঙিয়ে ‘অতিথি’ আসার খবর দিলেন প্রতিবেশী, ভাইরাল ভিডিয়ো

নয়াদিল্লি ঃ দরজা খুলতেই চক্ষুচড়কগাছ। আকাশ থেকে নেমে এলেন ১৩ জন অনাহুত ‘অতিথি’। এলেন অদ্ভুত যানে চড়ে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আকাশ থেকে একটি বিশাল, রঙিন বেলুন সরাসরি বাগানে নেমে এল। সিনেমার দৃশ্যের মতো মনে হলেও ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পরিবারের কাছে তা ঘোর বাস্তব। কারণ তাঁদের বাড়ির পিছনের বাগানে জরুরি অবতরণ করে একটি গরম গ্যাসের বেলুন। ঘটনাটি ১৮ এপ্রিলের ক্যালিফোর্নিয়ার টেমিকুলার। সেই চমকপ্রদ দৃশ্যটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, একটি বাড়ির পিছনে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছে একটি বেলুন। বেলুনটির ভিতরে ১৩ জন ব্যক্তি বসে আছেন। সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে ঘটনাটি ঘটে হান্টার পেরিন নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনের বাগানে। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ তাঁর দরজায় কড়া নেড়ে একপ্রতিবেশী জানান, পেরিনের বাড়ির পিছনে একটি বেলুন নেমেছে। হন্তদন্ত হয়ে পেরিন সেখানে পৌঁছে দেখেন যে বেলুনটির ভিতরে ১৩ জন অপরিচিত ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন সুপ্রভাত জানাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান।পেরিনের স্ত্রী জেনা জানিয়েছেন, তিনি সেই সময় বাড়ির ভিতরে ছিলেন। এক বিজাতীয় শব্দ শুনে বাইরে আসেন। শব্দটি বেলুনের বার্নার থেকে আসছিল। বেলুনে থাকা যাত্রীরা জানান, এই অবতরণ পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। প্রিয়ানা অ্যাভালোস নামের এক তরুণী স্বামীর সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী উদ্যাপন করতে বেলুনে চড়েছিলেন। তিনি জানান যে পাইলট মাঝ-আকাশে তাঁদের সতর্ক করেছিলেন যে আবহাওয়া হঠাৎ বদলে গিয়েছে। বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় বেলুনটি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়েপড়েছিল এবং জ্বালানির ঘাটতি ছিল। তাই বাধ্য হয়ে বেলুনটিকে বাড়ির বাগানে নামানো হয়। ভিডিয়োটি ‘কলিন রাগ’ নামের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করার পর ১৬ লক্ষ বার দেখা হয়েছে। হাজার হাজার লাইক ও প্রচুর কমেন্ট জমা পড়েছে তাতে। এক নেটাগরিক লিখেছেন, “সকালবেলায় বাড়িতে একসঙ্গে এতজন অতিথিকে দেখে গৃহস্বামী নিশ্চয়ই খুশি হননি।”

ভারতমুখী পণ্যবাহী জাহাজের ‘দখল’ নিল ইরানের সেনাবাহিনী ! হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থা অব্যাহত

নয়াদিল্লি ঃ আবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানের সেনাবাহিনীর নিশানায় ভারতমুখী জাহাজ। জানা গিয়েছে, বুধবার হরমুজে দু’টি জাহাজ আটকায় ইরানের ইসলামিক রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। সেই দুই জাহাজের মধ্যে একটি লাইবেরিয়া থেকে খনিজ তেল নিয়ে গুজরাতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। তবে হরমুজে ইরানের বাধা পেয়ে আটকে পড়ে। ওই জাহাজের ইঞ্জিন বিকল করে দিয়ে দখল নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।ভারতমুখী জাহাজ হেফাজতে নেওয়ার বিষয়ে আইআরজিসি একটি বিবৃতি জারি করে। সেই বিবৃতি উল্লেখ করে ইরানের সরকারি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, পানামার এমএসসি ফ্রান্সেসকা এবং লাইবেরিয়ার এপামিনোডেস নামক দুই জাহাজ আইআরজিসি-র হেফাজতে রয়েছে। সেগুলি ইরানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।সমুদ্রে জাহাজের গতিবিধির উপর নজরদারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, লাইবেরিয়ার এপামিনোডেস জাহাজটি গুজরাতের মুন্দ্রা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। ইরানের নৌবাহিনী জানিয়েছে, ওই জাহাজগুলির কাছে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল না।বুধবারের হামলার খবর প্রথম জানিয়েছিল ব্রিটেনের ‘মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস’ (ইউকেএমটিও)। তারা জানায়, কোনও আগাম সতর্কবার্তা ছাড়াই ওমান থেকে প্রায় ১৫ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে পণ্যবাহী একটি জাহাজের কাছে আইআরজিসির গানবোট চলে এসে ভারী মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। এতে জাহাজটির নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা ‘ব্রিজ’ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই ঘটনার কিছু ক্ষণ পরে অন্য একটি পণ্যবাহী জাহাজে ইরান ফৌজের হামলার কথা জানায় সংবাদসংস্থা এপি। পরে জানা গেল, ওই দুই জাহাজের মধ্যে একটি ভারতের দিকে আসছিল। এই প্রথম নয়, দিন কয়েক আগে দু’টি ভারতীয় জাহাজ ইরানের আক্রমণের কবলে পড়ে। শনিবার ব্রিটিশ সেনার তরফে এই হামলার বিষয়টি প্রথম জানানো হয়। তারা জানায়, ইরানের ‘রেভলিউশনারি গার্ড’ দু’টি পণ্যবাহী ট্যাঙ্কারে গুলি চালিয়েছে। ঘটনাটি ওমানের উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে হয়েছে! প্রথমে জানা যায়নি কোন দুই পণ্যবাহী ট্যাঙ্কারের উপর গুলি চলেছে। পরে জানা যায়, দু’টিই ভারতীয় জাহাজ! ‘জগ অর্ণব’ নামের ভারতীয় ট্যাঙ্কারটি ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল নিয়ে সৌদি আরব থেকে ভারতের দিকে আসছিল। ওই ট্যাঙ্কারটির পিছনেই ছিল আরও একটি ভারতীয় ট্যাঙ্কার ‘সানমার হেরাল্ড’। সেটি ইরাক থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে যাচ্ছিল। সেই দু’টি জাহাজে হামলা হয়। এই হামলার পর ভারতের ‘রোষের মুখে’ পড়ে ইরান।

২৩০ আসন পাবে, ম্যাজিক ফিগার' নিয়ে আত্মবিশ্বাসী অনুব্রত

নয়াদিল্লি ঃ বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন বীরভূমের কেষ্ট। ভোটদানের পর বললেন, ”ভাল লাগছে। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে।মমতা-অভিষেক যেমন চেয়েছিলেন তেমনই ভোট হচ্ছে বাংলায়।”
প্রথম দফায় দু'একটি অশান্তি ছাড়া ভোটের ময়দান মোটের উপর শান্তিপূর্ণই। কেষ্টগড়ও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন বীরভূমের কেষ্ট। ভোটদানের পর বললেন, 'ভাল লাগছে। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে।মমতা-অভিষেক যেমন চেয়েছিলেন তেমনই ভোট হচ্ছে বাংলায়।' ভোট বঙ্গে বীরভূমের চেনা ছবি কার্যত উবে গিয়েছে। যে মাটিতে অনুব্রতর (ঙ্দ্রভ্তন্থঠ্খ ঋন্দ্রদ্রত্মখন) 'চড়াম-চড়াম' ঢাকের বাদ্যি, 'গুড়-বাতাসা' দাওয়াই চলত ভোটের সকাল থেকে। সেই কেষ্ট গড় শান্ত-শিষ্ট। অশান্তির কোনও খবর নেই বললেই চলে। বোলপুর ভাগবত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র থেকে বেরতেই অনুব্রতকে ঘিরে ধরেই সাংবাদিকরা। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সুকন্যাও। তৃণমূলের জয়ের প্রসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী অনুব্রত বলেন, "২৩০ আসন পাবে তৃণমূল। বীরভূমের সব আসন তৃণমূলের দখলে থাকবে।" এমনটাই দাবি করেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর আরও সংযোজন, "মমতা-বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন চেয়েছিলেন, তেমনই শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে।" বীরভূমে যাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায় বলে মনে করা হত একটা সময়, সেই কেষ্টর দাপুটে চেহারা আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভোটের দিন নিজের গড়ে 'গুড়-বাতাসা বিলি' করার রীতি এখন অতীত। শুধু তাই নয়, তাঁর কথায় বাংলার রাস্তায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকে উন্নয়ন। সেই অনুব্রতর আজ বাড়ি থেকে ভোটকেন্দ্রে এলেন, ভোট দিলেন, দু'এক কথা বললেন বটে তবে সেখানে কোনও ধমক-চমক কিচ্ছুটি নেই। সাংবাদিকদের প্রশ্নে হাসিমুখে জবাব দিয়ে অনুগামীর বাইকে চড়ে ফিরে গেলেন বাড়ি। দলের জয়ের প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন 'শান্ত' অনুব্রত।

বিজেপি প্রার্থীকে কিল-চড়-ঘুষি

__নয়াদিল্লি ঃ__ কুমারগঞ্জের বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধ। পুলিশের সামনেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে কিল, চড় ও ঘুষি মারা হয়। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চললেও বুথের সামনে গিয়ে গন্ডগোল করেছেন বিজেপি প্রার্থী। শান্তিপূর্ণ এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘেরাও করেছিলেন। বিজেপির প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বুথে বুথে গিয়ে ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিলেন বিজেপি প্রার্থী। বানিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন তাঁর পোলিং এজেন্টকে বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে তিনি গন্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। নিজের দলের কর্মী, এমনকী পুলিশকেও দৌড় করানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে না পারায় এভাবে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার জানিয়েছেন, একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর করেছেন। পুলিশের সামনেই তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পুলিশই মোতায়েন করে। ঘটনাস্থলে কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না বলে অভিযোগ তাঁর।
অন্যদিকে, লাভপুরের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার নির্বাচনী এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাঁইথিয়া থানার ভ্রমরকোল গ্রামে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকশিবির তৃণমূল কংগ্রেস।

দমকা হাওয়ায় গাছ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত বোলেরো ও ই-রিকশা

খবরে প্রতিবাদ,১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কৃষ্ণপুর এলাকায় রয়েল ঢাবার নিকটে হঠাৎ নেমে আসা প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বহু পুরাতন একটি গাছ ভেঙে সড়কের উপর পড়ে যায়, আর সেই সময় রাস্তায় থাকা একাধিক গাড়ির উপর আছড়ে পড়ে গাছটি। জানা যায়, ঘটনাস্থলে একটি বোলেরো গাড়ি, একটি স্কোরপিও এবং একটি ই-রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। ভেঙে পড়া গাছটি সরাসরি বোলেরো ও ই-রিকশার উপর পড়ে। এতে বোলেরো গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ই-রিকশাটি উল্টে যায়, যাত্রীসহ বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তৎপরতায় খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর দমকল দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অনিতা নাথ, চন্দনা নাথ, অনিমা নাথ, অভিজিত দাস, কার্তিক দাস, বিজন নাথ এবং বিষ্ণু দেব। আহতরা সকলেই বিভিন্ন বয়সের এবং তাদের বাড়ি উপ্তাখালি, বটরশি এবং চন্দ্রপুর এলাকায় বলেও জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী। তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং জরুরি ভিত্তিতে রাস্তার উপর পড়ে থাকা গাছ কেটে সরানোর ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তিনি আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন এবং জানান, আগামীকাল তহশিলদার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অতিরিক্ত অনুদানের ব্যবস্থা করবেন। এদিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যদিও বাকিদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। উল্লেখ্য, এই ঝড়-বৃষ্টির জেরে ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে, প্রশাসনের তরফে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মানসিক অবসাদ গ্রস্থ তরুণী কে চিকিৎসার নামে ধর্ষণ, নাসিকের ভন্ডু বাবা কে খুঁজছে পুলিশ

নয়াদিল্লি ঃ আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় সব ধরনের রোগ সারানোর দাবি করতেন মহারাষ্ট্রের এক ধর্মগুরু! মানসিক অবসাদগ্রস্ত ২৮ বছরের এক তরুণীকে সেই কারণেই নাসিকের 'ভন্ডু বাবা'র শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ওই তরুণীকেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মহেশ দিলীপ কাকদে। ধর্মগুরু হওয়ার নাম নেন মহেশগিরি বাবা। ভক্তেরা তাঁকে 'ভন্ডু বাবা' বলেও ডেকে থাকেন। সম্প্রতি বাবার অলৌকিক শক্তির কথা জেনে তাঁর কাছে যান এক তরুণী। তিনি পেশায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। পারিবারিক অশান্তির কারণে মানসিক অবসাদের মধ্যে ছিলেন। পরিবারের লোকেরা খবর পান, 'ভন্ডু বাবা' অলৌকিক শক্তির জোরে রোগ সারিয়ে দেন। সেই মতো আশ্রমে নিয়ে যাওয়া তাঁকে। পুলিশে দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, অসুস্থ মহিলাকে স্বঘোষিত ধর্মগুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি জানান, মহিলাকে ভূতে ধরেছে। তিনি সুস্থ করে দেবেন। ২০২৪ সালের আগস্টে তরুণীর মোবাইল ফোনে আপত্তিকর মেসেজ পাঠানো শুরু করেন 'ভন্ডু বাবা'। হুমকি দিয়ে তরুণীকে একটি জায়গায় ডেকে পাঠান। এর পর গাড়ি চালিয়ে একটি লজে নিয়ে যান। সেখানে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টায় তরুণী বাধা দিলে ভন্ডু বাবা বলেন, "আমার ঐশ্বরিক শক্তি আছে, তুমি আটকাতে পারবে না।" এর পর ধর্ষণের পাশাপাশি তরুণীর একাধিক নগ্ন ছবি তোলেন অভিযুক্ত। গোটা বিষয়টি পরিবারকে জানানোর 'ভন্ডু বাবা' ভন্ড বাবা হয়ে ধরা দেন। হুমকি দেন, পুলিশে খবর দিলেই ভয়ংকর ক্ষতি করে দেবেন। জোর করে মহিলার ফোন বাজেয়াপ্ত করেন তিনি। যাবতীয় প্রমাণ মুছে দেন। প্রাথমিকভাবে ভীত হলেও পরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে ধর্মগুরুর নামে নালিশ করেন নির্যাতিতা। এর পরেই নাসিকের একটি থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভরাডুবি কংগ্রেসের, সংগঠন কে চাঙ্গা করতে নয়া উদ্যোগ সৃজন অভিযান

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। *ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত কয়েক দশক ধরে একেবারে ভরাডুবি অবস্থা কংগ্রেসের। সর্বশেষ এডিসি নির্বাচনে খাতা খুলতে অব্দি পারেনি তারা। নুন্যতম যে টুকু ভোট প্রত্যাশিত ছিল সেটাও মেলেনি। লোক মুখে গুঞ্জন, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অবস্থায় সংগঠন কে তিকিয়ে রাখতে ও দলীয় কর্মীদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতেই ”সংগঠন সৃজন অভিযান” শুরু করলো কংগ্রেস। উত্তর ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রিহস্পতিবার। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসা পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত এআইসিসি (ঙ্জ্জঙ্খ্ঞ) পর্যবেক্ষক তিলোত্তমা দেবী। উনি বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে সকল যুবা দের কংগ্রেসে শামিল হয়ে আগামী দিনে দল কে সংগঠন কে শক্তির যোগান দিতে আহ্বান জানান।*

এডিসির ফলাফলের পর, প্রদ্যোতের সঙ্গে সাক্ষাতে বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তিপরা মথার অন্দরে চলা বিদ্রোহের সুর ক্রমশ নরম হতে শুরু করেছে। পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে নিজেদের অবস্থান মজবুত রাখতেই একের পর এক বিদ্রোহী নেতারা দলীয় সুপ্রিমোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এবার আলোচনায় উঠে এল মান্দাইবাজারের বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মার নাম। বৃহস্পতিবার তিনি স্বামী ও সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে শিলংয়ে তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের বিষয়টি নিজেই একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনেন প্রদ্যোত।ভিডিয়ো বার্তায় প্রদ্যোত জানান, স্বপ্না দেববর্মা

নিজের পূর্বের অবস্থান নিয়ে পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং দলীয় আদর্শে আস্থা রেখেই তিনি ফের একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, "যারা ভুল করেছে, তাদেরও সংশোধনের সুযোগ থাকা উচিত। দলের বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।"উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে তিপরা মথার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে স্বপ্না দেববর্মা অন্যতম নাম হিসেবে উঠে এসেছিলেন। এডিসি নির্বাচনের প্রচারেও তাঁকে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি, যা নিয়ে দলীয় অন্দরে নানা জল্পনা তৈরি হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তিনি বিজেপির সঙ্গে জোটপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে আলোচনা চলছিল।তবে সাম্প্রতিক এই সাক্ষাৎ এবং ভিডিও বার্তা ঘিরে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে যে, তিপরা মথার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অনেকটাই মিটতে চলেছে। এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথার ফলাফলই এর একমাত্র কারণ বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের ।

বিশ্রামগঞ্জে বিজয় মিছিল ঘিরে ভাঙচুরের অভিযোগ, আতঙ্কে ব্যবসায়ী

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনে জয়ের পর বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিজয় মিছিল থেকে সড়কের ধারে অবস্থিত এক হোটেলে ভাঙচুর চালানো হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেওয়ানবাজার এলাকায় আয়োজিত ওই মিছিল থেকে হঠাৎই কিছু দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মী জয়ন্ত দেববর্মার হোটেলে হামলা চালায়। অভিযোগ, হামলাকারীরা দোকানে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মালিককে রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বিজেপি করার কারণ জানতে চায়।
অভিযোগ আরও, হোটেলে তাণ্ডব চালানোর পর দুষ্কৃতীরা জয়ন্ত দেববর্মার বাড়িতেও হামলা চালায়। এলাকায় থাকতে হলে নির্দিষ্ট দলে যোগদান করার হুমকিও দেওয়া হয় বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী। অন্যথায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দাবি, ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কার্যকর ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি সমর্থক ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে বলে জানা গেছে। এদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

গো মাতাকে জাতীয় পশুর স্বীকৃতির দাবীতে এবং গো মাতা হত্যা বন্ধের দাবীতে আন্দোলনে নামছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। গো মাতাকে জাতীয় পশুর স্বীকৃতির দাবীতে এবং গো মাতা হত্যা বন্ধের দাবীতে খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল। উল্লেখ্য, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে কৈলাসহর শহরের নতুন কালীবাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সাতদিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন গত পাঁচ বৈশাখ থেকে শুরু হয়েছে। এগারো এপ্রিল শুক্রবার সকালে নগর পরিক্রমার পর ”দধি ভঞ্জন ও মোহন্ত বিদায়ের” মধ্য দিয়ে হরিনাম সংকীর্তন সমাপ্ত হবে। হরিনাম সংকীর্তনকে নিয়ে কৈলাসহর বাসীর পাশাপাশি গোটা ঊনকোটি জেলাবাসীর অতি আগ্রহ জড়িত রয়েছে। সারা বছর জেলাবাসীরা অপেক্ষায় থাকেন, কবে কালীবাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হবে। এই হরিনাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে কালীবাড়ি চত্বরে অঘোষিত বর্নাঢ্য মেলা বসে। প্রতি বছর এই মেলায় এবং হরিনাম সংকীর্তনে প্রচুর সনাতনী হিন্দু নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও প্রতিদিন অগনিত মানুষের উপস্থিতি ছিলো। সাতদিন ব্যাপী তথা চল্লিশ পহর হরিনাম সংকীর্তনে স্থানীয়দের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের এবং বহিঃ রাজ্যের কীর্তনীয়া দল প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও অংশগ্রহণ করেছে। সাতদিন ব্যাপী এই হরিনাম সংকীর্তনে তেইশ এপ্রিল শুক্রবার দিনভর ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। কয়েক হাজার ভক্তরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছে। তবে, এবছরের হরিনাম সংকীর্তনে বেশ কিছু ঘাটতি এবং বিশৃঙ্খলায় উপস্থিত ভক্তরা হরিনাম সংকীর্তন কমিটির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হরিনাম সংকীর্তন আয়োজন করার জন্য গোটা কৈলাসহর থেকে এবং কৈলাসহরের বাইরে থেকেও অর্থ আদায় করে মহাপ্রসাদের জন্য চাল ডালও অনেক ক্ষেত্রে আদায় করলেও অর্থের বিনিময়ে প্রসাদ বিক্রিকে নিয়ে শহরবাসীরা প্রশ্ন তোলেছেন। প্রতিদিন অন্ন প্রসাদ এবং মহাপ্রসাদ টাকার বিনিময়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করলেও শহরের তথাকথিত জনপ্রতিনিধি সহ সমাজসেবীদের বিনামূল্যে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, বিনামুল্যে বাড়িতেও প্রসাদ পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেছেন শহরবাসীরা। তাছাড়াও, সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয়জল মজুত ছিলো না। তবে, বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবছরও বজরং দলের পক্ষ থেকে ছয়দিন ব্যাপী বিনামূল্যে পানীয়জল বিতরণ করায় মহাপ্রসাদ বিতরনের সময় পানীয়জলের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়েছে। বজরং দলের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পানীয়জল বিতরণ করা না হলে, সেক্ষেত্রেও কমিটিকে কাঠগড়ায় তোলতো শহরবাসীরা। বজরং দলের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পানীয়জল জল সরবরাহ করার ফলে শহরবাসীরা বজরং দলের সদস্যদের সাধুবাদ জানান। পানীয়জল বিতরণে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের কৈলাসহরের সর্বময় কর্তা দীপক ভট্টাচার্য, ঊনকোটি জেলার বরিস্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়, বিশ্বহিন্দু পরিষদের কৈলাসহর শাখার অন্যতম সক্রিয় সদস্য বিজয় দাস, কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়, বজরং দলের সক্রিয় কর্মী বিভন মালাকার, শুভ্রদ্বীপ দে, শ্যামল দাস, বান্টি দাম সহ আরও অনেকে। পানীয়জল বিতরনের ব্যাপারে কৈলাসহরের বিশ্বহিন্দু পরিষদের সর্বময় কর্তা দীপক ভট্টাচার্য জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ভক্তদের মধ্যে বিনামূল্যে পানীয়জল বিতরন করায় নিজেরা ধন্যবোধ করছেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল সারা বছরই সনাতনী হিন্দুদের কল্যানের জন্য কাজ করে থাকে। তবে, গো মাতা হত্যা বন্ধের দাবীতে এবং গো মাতাকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণার দাবীতে খুব শীঘ্রই দেশের রাস্ট্রপতির নিকট জেলাশাসকের মাধ্যমে দাবী সনদ পেশ করা হবে বলে জানান দীপক ভট্টাচার্য

সোনামুড়া ধলিয়াই এলাকায় জল সংকট নিরসনের দাবিতে অবরোধ

খবরে প্রতিবাদ, ২৩ এপ্রিল ।। *একে তো হাঁস ফাঁস গরম অন্যদিকে পানীয় ও সেচের জলের অপ্রতুলতা। সেচের মেশিন থাকলেও বছরের বেশিরভাগ সময়ই থাকছে বিকল। যার ফলে সমস্যার শিকার এলাকার প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন কৃষক। সমস্যা থেকে নিরসন পেতে বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করলেন ভোক্তভোগী জনগণ। ঘটনা সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ধলিয়াই মাস্টারপাড়া এলাকায়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ও.সি তাপস দাসের নেতৃত্বে সোনামুড়া থানার পুলিশ। ১ সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান কড়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশ্বাস পেয়ে তারা অবরোধ তুলে নেন। তবে আগামি ১ সপ্তাহের মধ্যে সমাধান না হলে আবারো অবরোধ এর হুশিয়ারি দেন তারা।*

বিজেপি কে ভোট দিতে চাপ সৃষ্টি কেন্দ্রীয় বাহিনীর , আহত এক বৃদ্ধা

নয়াদিল্লি ঃ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও একাধিক জায়গায় ছড়ি ঘোরাতে দেখা গেল বাহিনীকে! কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'অতি সক্রিয়তা'য় ফুঁসছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় মোহনগছ প্রাথমিক স্কুলের ১৬২ নম্বর বুথের ভোটকেন্দ্রের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। ঘটনায় এক বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপোর জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চোপড়ার ১৬২ নম্বর বুথের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বৃদ্ধা ঝারিমন নিসা তাঁর ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে যান। অভিযোগ, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কিছু জওয়ান তাঁদের বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দেন। এর প্রতিবাদ জানাতেই বিপত্তি। বৃদ্ধার অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই

জওয়ানরা চড়াও হন তাঁদের উপর। ওই বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপোকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বাহিনীর বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বৃদ্ধা বলেন, 'আমি ভোট দিতে এসেছিলাম। আমাকে ওই জওয়ানরা বলছিলেন বিজেপিকে ভোট দিতে। আমি বলেছি, নিজের ইচ্ছায় ভোট দেব। এর পরে আমায় লাঠি দিয়ে মেরেছে।' বাহিনীর লাঠির ঘায়ে বৃদ্ধার মাথায় চোট লাগে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় দলুয়া ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ওই বৃদ্ধাকে। এই ঘটনার উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়ায় সরব তৃণমূল। অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন ইসলামপুর পুলিস সুপার রাকেশ সিং।তবে বাহিনীর তরফে এবিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের কুলডিহা, কানিমহুলি গ্রামে ঢুকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমকানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘর থেকে বেরতে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন গ্রামবাসীরা। চার পাঁচজনের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751